কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৬
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.০৮৮.১৪.০০৬.২২-১৯৬

তারিখ : ১৮ কার্তিক ১৪২৯ / ০৩ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'ঢাকার গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার পরিচালনা' এবং 'ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা' নির্দেশিকা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০১২.৩৭.০২৯.২২-৬৫৯; তারিখ : ২৩/১০/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত 'ঢাকার গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার পরিচালনা' এবং 'ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা' নির্দেশিকা দু'টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত নির্দেশিকা দু'টি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি :

১) 'ঢাকার গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার পরিচালনা' নির্দেশিকা।
২) 'ফুল বিপণন কেন্দ্র (এসেম্বল সেন্টার) পরিচালনা' নির্দেশিকা

০৩/১১/2022

(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৫৫১০০৩৩৫
ই-মেইল: plan6@moa.gov.bd

মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য

১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (পিপিবি অধিশাখা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। পরিচালক (বাজার সংযোগ, আইসিটি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫। প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, 'বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক (সমাপ্ত) প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬। উপপরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৭। উপসচিব, প্রশাসন-৫ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপসচিব, সম্প্রসারণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
১০। প্রাক্তন উপ-প্রকল্প পরিচালক, 'বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক (সমাপ্ত) প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। অফিস কপি/মাষ্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

# ঢাকার গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা


কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

# কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ'' প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে নির্মিত ফুলের পাইকারী বাজার পরিচালনা নিদের্শিকা

**ভূমিকা:** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ও কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত নানামুখী সহায়তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭ (সতের) টি সংস্থা কাজ করছে। তন্মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সরকারি সংস্থা হিসেবে কৃষককে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মত পরস্পর বিপরীতমুখী ও বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই অধিদপ্তর কৃষি মন্ত্রালয়ের অধীন একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে বিপণন সংক্রান্ত এই চ্যালেঞ্জিং কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বর্তমানে পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন লাভজনক করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। কৃষিপণ্য বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাও বিরাজমান। কৃষিপণ্যের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য কৃষিপণ্য বিপণনের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের নিয়ে দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া গ্রাম্য হাট, বাজারের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ব্যবসায়ী এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য শহরাঞ্চলের বাজারসমূহের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসূত্র (Linkage) স্থাপন সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হাটবাজার অথবা সরকারি খাসজমি অথবা পৌরসভার জমিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ফুল সেক্টরের ব্যবসায়ীদের প্রাণের দাবী ছিল ''ঢাকায় একটি স্থায়ী ফুলের পাইকারী বাজার স্থাপন করা''। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফুল বিপণন ব্যবস্থায় বিরাজমান অসুবিধাসমূহ দূর করে আধুনিক ধারার বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার গাবতলীতে ফুলের একটি পাইকারী বাজার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত বাজারে ফুল প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা আছে। দেশের ফুল চাষি, ব্যবসায়ীগণ এ বাজারের সুবিধা নিয়ে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফুল ব্যবসাকে সম্প্রসারণের সুযোগ পাবে। ফুলের জন্য বিশেষায়িত এই বাজারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত এই নিদের্শিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

## ০২। ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণের উদ্দেশ্য:

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ" প্রকল্পের আওতায় ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) ফুল একটি নান্দনিক কৃষিপণ্য। এ কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য অবকাঠামোগত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা;

খ) জেলা পর্যায়ের দলভুক্ত/সাধারণ ফুলচাষিদের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপন এবং বিপণন কার্যাবলী সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফুল বিপণনে উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীগণকে সহায়তা প্রদান করা;

গ) ফুলের পাইকারী বাজারের বিদ্যমান বিভিন্ন সেবা যথাঃ পাইকারী ক্রয়-বিক্রয়, প্রসেসিং ও প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি, লোডিং-আনলোডিং স্পেস, ওয়াশিং সুবিধা, কুল চেম্বার এবং উন্মুক্ত স্পেস ব্যবহারের সুবিধাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

ঘ) পাইকারী বাজারের নির্বাচিত স্থান (Space) প্রকৃত ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীদের ফুল বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ;

ঙ) অফিস, প্রশিক্ষণ কক্ষসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুষ্ঠুভাবে ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

চ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাজারের ওপেন স্পেসে ব্যবসারত ফুল ব্যবসায়ী/চাষিদের সাথে ক্রেতা/রপ্তানিকারকদের সরাসরি উর্ধ্বমুখী ও পশ্চাদমুখী বিপণন যোগসূত্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

## ০৩। ফুলের পাইকারী বাজারের সুবিধা সমূহ:

ক) **অবকাঠামোগত সুবিধা:** ঢাকার গাবতলীতে বিদ্যমান ভবনটি ৩তলা বিশিষ্ট, যার আয়তন প্রায় ৩৭০০০ বর্গফুট। ভবনের নীচ তলায় ২০টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ০৩(তিনটি) কুল চেম্বার (ফুল সংরক্ষণের উপযোগী), ওয়াশিং ও প্রসেসিং সুবিধাসহ বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থান আছে। এ বিস্তৃত স্থানে ফুল প্রসেসিং ও প্যাকেজিং করার জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ২য় তলায়ও বিস্তৃত পরিসরে পাইকারীভাবে ফুল ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পচিালনার সুযোগ বিদ্যমান। ৩য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ ও অফিস কক্ষসহ প্রসেসিং সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রয়েছে। এতদভিন্ন বিদ্যমান ভবন সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে প্রায় ১৫০০০ বর্গফুট আয়তনের আরও একটি নতুন তিনতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনতলা নতুন এই ভবনের নীচতলায় প্রায় ১৫-২০টি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় ৫,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট উন্মুক্ত স্থান রয়েছে যেখানে পাইকারীভাবে ফুল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তৃতীয় তলায় ০৩টি অফিস কক্ষ, টয়লেট ও উন্মুক্ত স্থান আছে। নতুন ভবনে ১টি কার্গো লিফট, ১টি যাত্রীবাহী লিফট আছে। এছাড়াও বিদ্যমান ভবনে ১টি যাত্রীবাহী লিফট সংযোজন করা হয়েছে। বাজারটি **"গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার"** নামে পরিচালিত হবে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা-৬ শাখা
কৃষি মন্ত্রণালয়

**খ) কুল চেম্বার সুবিধা:** ফুল ও ফুলের বীজ সংরক্ষণের জন্য পাইকারী বাজারে ০১ (একটি) ২ কক্ষ বিশিষ্ট বিশেষায়িত কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ফুল ও বীজ (কন্দ) সংরক্ষণ করা যাবে। এ ছাড়া বিদ্যমান ভবনে ইতোপূর্বে স্থাপিত ০৩ (তিনটি) কুল চেম্বার রয়েছে সেগুলোতে ফুল ও বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি প্রয়োজনে সংরক্ষণ করা যাবে।

**গ) প্রসেসিং ও প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা:** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশিয় পদ্ধতিতে ফুল বিপণন ও আন্তর্জাতিক বাজারে ফুল রপ্তানি সুবিধার জন্য পাইকারী বাজারে ফুল প্রসেসিং ও প্যাকেজিং এর জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে যা ফুল ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকগণ ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারবেন।

**ঘ) গ্রেডিং/সর্টিং/কাটিং সুবিধা:** মার্কেটের বিস্তৃত পরিসরে ফুলের গ্রেডিং, সর্টিং, কাটিং ও প্যাকেজিং সুবিধা রয়েছে।

**ঙ) প্রশিক্ষণের সুবিধা:** বিদ্যমান মার্কেটটিতে প্রায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। এখানে ফুল চাষ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফুল ব্যবসায়ী সমিতি প্রশিক্ষণ কক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য ন্যূনতম ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারবে। ফুল ও অন্য কোন কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য সরকার স্বীকৃত সংগঠন বা সংস্থা ভাড়ার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহার করতে পারবে।

**চ) স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা:** মার্কেটটিতে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে বিদ্যমান ভবনের নীচতলায় ৩টি টয়লেট এবং ২য় তলায় ৩টি টয়লেট ও ১টি বাথরুম আছে। এছাড়া নতুন ভবনে মোট ৮ (আট) টি টয়লেট রয়েছে।

**ছ) অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা:** নতুন ভবনের তৃতীয় তলায় ৩টি অফিস কক্ষ, ২টি টয়লেট ও আনুমানিক ৩,০০০ বর্গফুট উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা আছে। পুরাতন ভবনে ৩য় তলায় ১টি অফিস কক্ষ আছে ও ২টি গ্রেডিং-সর্টিং কক্ষ আছে যা ফুল রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

**জ) স্পেস/দোকানের সংখ্যা:** দুটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় উন্মুক্ত স্থানে স্থায়ী/অস্থায়ী দোকান/স্পেস বরাদ্দের সুযোগ রয়েছে, যেখানে ৮X১০=৮০ বর্গফুট (কমবেশি) হিসেবে ২৫০-৩০০টি দোকান বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া বিদ্যমান ভবনের নীচতলায় সম্মুখ অংশে কমবেশি ২৯০০ বর্গফুট স্থানে গাঁদা ফুল বিপণনের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থান থাকবে। এখানে প্রায় ৩৬টি স্পেস/দোকান হতে পারে।

**ঝ) পরিবহন সুবিধা:** বিদ্যমান সেন্ট্রাল মার্কেটে ৩ টন ধারণক্ষমতার ০৭টি রিফার ট্রাক, ৫ টন ধারণ ক্ষমতার ০১টি খোলা ট্রাক আছে যা ফুলের পাইকারী বাজারের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা-৬ শাখা কৃষি মন্ত্রণালয়

**ঞ) জনবল:** গাবতলী ফুলের মার্কেট পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে এবং তাদের বেতন মার্কেটের আয় থেকে পরিশোধ করা হবে। আয়ের সাথে সংগতি রেখে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে।

ক) ম্যানেজার - ০১জন

খ) অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর - ০১ জন

গ) অফিস সহায়ক – ০১ জন

ঘ) ড্রাইভার- ০৫ জন

ঙ) হেলপার ০৫ জন

চ) নিরাপত্তা প্রহরী - ০২জন-এর সংস্থান আছে। ফুলের পাইকারী বাজারে পূর্বের জনবল প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সমন্বয় করা হবে।

**৪। বাজার ব্যবস্থাপনা:** ফুলের পাইকারী বাজারের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি, স্পেস/দোকান বরাদ্দ কমিটি ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে ০৩ (তিনটি) কমিটি থাকবে।

**৪.১। উপদেষ্টা কমিটি:**

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সভাপতি |
| (খ) | পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (প্রশাসন ও হিসাব) | সদস্য |
| (গ) | প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (উপ সচিব পদমর্যাদা) | সদস্য |
| (ঘ) | প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (উপ সচিব পদমর্যাদা) | সদস্য |
| (ঙ) | প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (উপ-পরিচালক পদমর্যাদা) | সদস্য |
| (চ) | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)এর একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা | সদস্য |
| (ছ) | প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (যুগ্ম/উপ-পরিচালক পদমর্যাদা) | সদস্য |
| (জ) | প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, ঢাকা | সদস্য |
| (ঝ) | প্রতিনিধি , উপ-পুলিশ কমিশনার, উত্তর মিরপুর জোন (সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদা) | সদস্য |
| (ঞ) | সিটি কর্পোরেশন- (একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা) | সদস্য |
| (ট) | উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য সচিব |

**৪.২। উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি:**

**(ক)** ফুলের পাইকারী বাজারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বরাদ্দ কমিটিকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করা;

**(খ)** বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন করা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা;

**(গ)** এই কমিটি বছরে অন্তত ২বার সভা করবে।

**৪.৩। স্পেস বরাদ্দ কমিটি:** গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজারের দোকান বরাদ্দের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্পেস/দোকান বরাদ্দ কমিটি থাকবে:

| | | |
|---|---|---|
| **(ক)** | পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (বাজার সংযোগ ও গবেষণা) | সভাপতি |
| **(খ)** | উপ-পরিচালক (আরইটিসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য |
| **(গ)** | উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য |
| **(ঘ)** | উপপরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, (হর্টিকালচার উইং) | সদস্য |
| **(ঙ)** | স্বীকৃত ফুল সমিতির সভাপতি অথবা সেক্রেটারি | সদস্য |
| **(চ)** | সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা, ঢাকা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য সচিব |



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা শাখা
কৃষি মন্ত্রণালয়

**৪.৪। স্পেস/দোকান বরাদ্দ কমিটির কার্যাবলী:-**

(ক) বরাদ্দ কমিটি স্পেস/দোকান বরাদ্দের বিষয়টি যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করা;
(খ) দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নক্রমে মহাপরিচালকের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করা;
(গ) অস্থায়ীভাবে প্রদত্ত বরাদ্দসমূহকে স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ পেশ করা;
(ঘ) কমিটি প্রয়োজনে যেকোন সময় সভা করবে;
(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যেকোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

**৪.৫। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি:**

| | | |
|---|---|---|
| (ক) | উপপরিচালক, ঢাকা বিভাগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সভাপতি |
| (খ) | প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর( হর্টিকালচার উইং) | সদস্য |
| (গ) | সভাপতি অথবা সেক্রেটারি, স্বীকৃত ফুল সমিতি | সদস্য |
| (ঘ) | প্রতিনিধি, গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার (১ জন) | সদস্য |
| (ঙ) | প্রতিনিধি, উপ-পুলিশ কমিশনার, উত্তর (মিরপুর জোন) | সদস্য |
| (চ) | সিটি কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি (আঞ্চলিক কার্যালয়) | সদস্য |
| (ছ) | সহকারী পরিচালক (বাজার সংযোগ), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য |
| (জ) | সহকারী পরিচালক, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর | সদস্য সচিব |

**৪.৬। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী:**

(ক) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দৈনিন্দিন বাজার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে লোকবল নিয়োগ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে ও সে অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করবে;
(খ) দোকানের জামানত, ভাড়া ইত্যাদি নির্ধারণ করে মহাপরিচালক (উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট প্রস্তাব পেশ করা;
(গ) প্রতি তিন বৎসর অন্তর দোকানের ভাড়া বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নক্রমে মহাপরিচালকের নিকট পেশ করা;
(ঘ) যাবতীয় ফি, সার্ভিস চার্জ, জামানত ইত্যাদি নির্ধারণ, পুনঃনির্ধারণ ও বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়নক্রমে মহাপরিচালকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা;
(ঙ) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসে অন্তত একবার সভা আহবান করবে;
(চ) এছাড়া দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রাপ্ত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত একটি বাজার ব্যবসায়ী কমিটি থাকবে, যার গঠন ও কার্যাবলী বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সহযোগিতায় নির্ধারণ করে লিখিত আকারে প্রকাশ করবে;
(ছ) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক প্রচারপত্র তৈরী করবে ও মার্কেটে ব্যবসারত সকল ব্যবসায়ীকে অবগত করবে ও তদানুযায়ী মনিটর করবে;
(জ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো অপ্ট করতে পারবে।

৫। **সভা আহবান ও কোরাম:**

(১) সভাপতির সম্মতিক্রমে প্রতিটি কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক সভাসমূহ আহবান করা যাবে;

(২) ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে।

৬। **স্পেস/দোকান বরাদ্দের নিয়মাবলি:**

(১) যে কোন স্পেস/দোকান বরাদ্দ গ্রহণের জন্য আগ্রহী প্রার্থীকে ফরম "ক" অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে স্বীকৃত ফুল সমিতির সভাপতি /কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (জেলা বা উপজেলা কার্যালয়)/কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (জেলা/ উপজেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কর্তৃক "ফুল চাষি/ ফুল ব্যবসায়ী" মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করতে হবে; মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে নিজ উদ্যোগে তা যাচাই বাছাই করবেন এবং কোন প্রত্যয়ন পত্র গ্রহন বা প্রত্যাখানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। উল্লেখ্য যে এ প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের জন্য কোন ফি নির্ধারণ বা গ্রহণ করা যাবে না।

(২) ফুলের ব্যবসায়ীদের কৃষি বিপণন লাইসেন্স থাকতে হবে।

(৩) প্রাথমিকভাবে ১ বৎসরের জন্য অস্থায়ী (সাময়িক) ভিত্তিতে স্পেস/দোকান বরাদ্দ দেয়া হবে;

(৪) দোকানসমূহ বরাদ্দের লক্ষ্যে বরাদ্দ কমিটি বরাদ্দ প্রদানযোগ্য দোকানের সংখ্যা, পরিমাপ, জামানত টাকার পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করে গাবতলী পাইকারী বাজার/ অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে এবং বহুল প্রচারিত দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে ফুল চাষি/ব্যবসায়ীগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করবে;

(৫) বরাদ্দ কমিটি প্রাপ্ত আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন পত্র যাচাই-বাছাইক্রমে মহাপরিচালকের নিকট দোকান বরাদ্দের সুপারিশ দাখিল করবে;

(৬) দোকান/স্পেস বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে ধার্য্যকৃত জামানতের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা প্রদান করে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট দরখাস্তের সাথে দাখিল করবেন;

(৭) জামানতের অবশিষ্ট টাকা সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধ করবেন;

(৮) জামানতের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং জমাকৃত জামানতের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে, ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে জামানতের অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করা হবে;

(৯) এক দোকান স্পেসের জন্য একাধিক ব্যক্তি আবেদন করলে বা আবেদনের সংখ্যা স্পেস/দোকানের মোট সংখ্যার অধিক হলে বরাদ্দ কমিটি সভায় লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রাপক নির্বাচন করবে;

(১০) মহাপরিচালক বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রাপ্ত আবেদন পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুমোদন করবেন বা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে তা উল্লেখপূর্বক সুপারিশ পুনঃবিবেচনার জন্য বরাদ্দ কমিটির নিকট ফেরত পাঠাতে পারবেন;

(১১) বরাদ্দ কমিটি পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে তা পুনঃবিবেচনাক্রমে পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করে মহাপরিচালকের নিকট পেশ করবে এবং মহাপরিচালক তা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন;

(১২) মহাপরিচালকের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত স্পেস/দোকান নম্বর উল্লেখ পূর্বক অনুমোদিত তালিকা ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

(১৩) তালিকা প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের অনুকূলে ও তাদের স্থায়ী ঠিকানায় বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রেরণ করতে হবে;

(১৪) সাময়িক বরাদ্দ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোন বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণ না করলে বা গ্রহণে অপারগতা জানালে উক্ত দোকান ইতোপূর্বে আবেদিত আবেদনকারী একজন হলে তাকে এবং একাধিক আবেদনকারী থাকলে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

(১৫) সাময়িক বরাদ্দ প্রাপক বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানালে জামানত হিসাবে জমাকৃত তার অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

(১৬) গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজারের মোট স্পেস/দোকান সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ দৈনিক ভাড়া ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত ফুলচাষি /ফুল ব্যবসায়ীগনকে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে স্পেস বরাদ্দ দেয়া হবে। বরাদ্দ গ্রহীতাগণ দৈনিক ধার্যকৃত হারে ভাড়া পরিশোধ করবেন।

৭। **লটারী:**

(১) আবেদনের সংখ্যা স্পেস/দোকানের মোট সংখ্যার অধিক হলে স্পেস/দোকান বরাদ্দের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিটির সভায় প্রচলিত পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা যাবে;

(২) লটারী অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে লটারী অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে ফুলের পাইকারী বাজার /অধিদপ্তরের নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারি এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

(৩) লটারী অনুষ্ঠানের স্থানে আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন।

(৪) লটারী বরাদ্দ কমিটির সভার দিনই অনুষ্ঠিত হবে।

৮। **পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদান:**

(১) বরাদ্দপত্র প্রদানের পূর্বে কোন দরখাস্তকারী বরাদ্দ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে জমাকৃত টাকা ফেরত নেওয়ার আবেদন করলে, উক্ত আবেদন পাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অধিদপ্তর তার জমাকৃত পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা আবেদনকারী বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফেরত প্রদান করবে;

(২) কোন ব্যক্তি দোকান বরাদ্দ না পেলে তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট বা জমাকৃত টাকা দরখাস্তকারী বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করতে হবে।

৯। **দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়:**

(১) বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত কোন স্পেস/দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না;

(২) বরাদ্দ কমিটি, অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বহির্ভূত বা বাজার বা ভবনের মূল পরিকল্পনার বাইরে কোন দোকান বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে না;

(৩) কোন ব্যক্তিকে একাধিক স্পেস/দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না;

(৪) প্রকৃত ফুল চাষি/ব্যবসায়ীগণকে স্পেস/দোকান বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

(৫) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা পর পর ৩ মাস ভাড়া প্রদানে ব্যর্থ হলে গ্রহীতার সাময়িক বরাদ্দ বাতিল করা যেতে পারে। সাময়িক বরাদ্দকালীন সময়ে কোন গ্রহীতা কোন শর্তের বরখেলাপ করলে তার বরাদ্দ বাতিল করা যাবে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে ১৫ (পনের) দিন সময় দিয়ে চূড়ান্ত নোটিশ দিতে হবে।

১০। **জামানত ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ:**

(১) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দোকানের অগ্রিম জামানত ও মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করবেন;

(২) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সুপারিশ প্রণয়নকালে দোকানের অবস্থান, আয়তন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে ভাড়া নির্ধারণ করবে।

১১। **চুক্তি সম্পাদন ও দখল হস্তান্তর:**

(১) অধিদপ্তরের অনুকুলে নির্ধারিত জামানতের সমুদয় টাকা পরিশোধের ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সাময়িক বরাদ্দপত্র বরাদ্দ প্রদান করবে;



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা-৬ শাখা
কৃষি মন্ত্রণালয়

(২) অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপকের সহিত নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করবে;

(৩) চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে দোকানের দখল বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হস্তান্তর করবে;

(৪) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দখল হস্তান্তরের তারিখ হতে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হতে ধার্য্যকৃত হারে স্পেস ভাড়া আদায় করবে।

১২। **দোকানের দখল সমর্পণ:**

(১) বরাদ্দ প্রাপক দোকানের দখল বুঝে নেওয়ার পর যদি উক্ত দোকান স্বেচ্ছায় অধিদপ্তরের নিকট সমর্পণ (সারেন্ডার) করেন, তা হলে জামানতকৃত অর্থের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য পাওনা (যদি থাকে) কর্তনপূর্বক সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাকে জামানতের অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে বিষয়টি ০২ (দুই) মাস পূর্বে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট লিখিতভাবে জানাতে হবে। মেয়াদ শেষে জামানতের অর্থ স্পেস বরাদ্দ গ্রহীতাকে ফেরত প্রদান করা হবে।

১৩। **দোকানে ব্যবসা আরম্ভ করা:**

(১) বরাদ্দ গ্রহীতা স্পেস/দোকানের দখল বুঝে নেওয়ার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যবসা শুরু করবেন;

(২) বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে ব্যর্থ হলে সময় সীমা অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরাদ্দ বাতিল হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অনুকুলে জমাকৃত (জামানত) টাকার ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অন্যান্য পাওনা কর্তন করে বরাদ্দ বাতিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতাকে জামানতের অবশিষ্ট টাকা ফেরত প্রদান করবে।

**১৪.০। বাজারের আয়-ব্যয়ের খাত**

**১৪.১। আয়ের খাতসমূহ:**

(ক) দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত ফুল ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ভাড়া থেকে অর্জিত আয়;
(খ) ফুলের পাইকারী বাজারে ০৪টি কুল চেম্বার আছে, যা ব্যবহারের জন্য দিন/মাস হিসেবে ভাড়া ধার্য করা হবে;
(গ) ফুল প্রক্রিয়াকরণ মেশিন, যা ব্যবহারের জন্য ঘন্টা/ দিন হিসেবে ভাড়া ধার্য করা হবে;
(ঘ) প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য দিন হিসেবে ভাড়া ধার্য করা হবে;
(ঙ) বাজারে সংযুক্ত ০৭টি রিফার ট্রাক ও ০১টি খোলা ট্রাক ব্যবহারের জন্য দিন/বন্টা হিসেবে ভাড়া ধার্য করা হবে।

**১৪.২। ব্যয়ের খাতঃ-**

(ক) ঢাকার গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজারে কর্মরত জনবলের বেতন/ভাতা মার্কেটের আয় থেকে ব্যয় করা হবে;
(খ) বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত মাস্টাররোল ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হবে



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা-৬ শাখা
কৃষি মন্ত্রণালয়

এবং যার ব্যয়ভার বাজারের আয় হতে বহন করা হবে;

**১৪.৩। ব্যাংক হিসাব ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরিচালনাঃ**

**(ক)** বিদ্যমান সেন্ট্রাল মার্কেটের ব্যাংক হিসাব (চলতি ও ফিক্সড ডিপোজিট) "ফুলের পাইকারী বাজার ব্যাংক হিসাব" হিসেবে সমন্বিত হবে;

**(খ)** মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও উপ পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

**(গ)** উপ পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজারের পরিচালনার ব্যয়সহ সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন;

**(ঘ)** মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও উপ পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের যৌথ স্বাক্ষরে চলতি হিসাব হতে লেনদেন পরিচালিত হবে;

**(ঙ)** বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে "ফিক্সড ডিপোজিট" হিসাব হতেও জরুরী প্রয়োজনের নিরিখে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে;

**(চ)** অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিকভাবে নিরীক্ষা করা হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপদেষ্টা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।

**১৫। মাসিক ভাড়া পরিশোধ:**

**(১)** বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতি মাসের ভাড়া উক্ত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করবেন ও টাকা জমা দেয়ার রশিদ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করবেন।

**(২)** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে বকেয়া ভাড়ার উপরে ১৫% হারে জরিমানা আরোপ হবে। তিন মাস ভাড়া পরিশোধ না করলে স্পেস বরাদ্দ বাতিল হবে।

**১৬। ভাড়া বা সাব-লেট ইত্যাদিতে বিধি-নিষেধ:** বরাদ্দ প্রাপক অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কারো নিকট দোকান ভাড়া বা সাব-লেট প্রদান বা হস্তান্তর করতে পারবে না।

**১৭। দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি:** বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে বরাদ্দ প্রাপক নিজ খরচে দোকানের বৈদ্যুতিক লাইন সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফিটিংস লাগাবে এবং এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

**১৮। কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন :** বরাদ্দ প্রাপক স্পেস/দোকানের কোন অবকাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না।কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের লিখিত পূর্বানুমোদনক্রমে বরাদ্দ প্রাপক নিজ খরচে উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগের তত্ত্বাবধানে অবকাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন না করে অস্থায়ীভাবে এর পুনর্বিন্যাস করতে পারবে।

**১৯। দোকানের ব্যবহার:** যে ব্যবসার জন্য দোকান /স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সে ব্যবসা ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন বেআইনী বা অনৈতিক কাজে তা ব্যবহার করা যাবে না।

**২০। সার্ভিস চার্জ বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ:**

(১) অধিদপ্তর কর্তৃক ধার্য্যকৃত সার্ভিস চার্জ বা ফি বরাদ্দ প্রাপক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করবে;

(২) বরাদ্দকৃত দোকানে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন বা অনুরূপ কোন সার্ভিস ব্যবহৃত হলে বরাদ্দ প্রাপক উহার জন্য প্রয়োজনীয় চার্জ, ফি বা বিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে নিজ উদ্যোগে পরিশোধ করবে। এ ছাড়াও মার্কেটে এ জাতীয় কমন সার্ভিস চার্জ হারাহারিভাবে (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির বিল) সকল বরাদ্দ গ্রহীতা বহন করবেন।

২১। **স্পেস/দোকান পরিদর্শন:**

(১) মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ে স্পেস/দোকান পরিদর্শন করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ প্রাপক বা তার প্রতিনিধি অনুরূপ পরিদর্শনের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য থাকবে;

(২) পরিদর্শনকালে কোন দোকান অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পরিলক্ষিত হলে অধিদপ্তর নোটিশের মাধ্যমে তা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করার এবং অস্বাস্থ্যকর উপাদানসমূহ অপসারণ করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিবে;

(৩) নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানটিকে পরিচ্ছন্ন না করেন বা স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় ফিরিয়ে না আনেন বা অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ না করেন, তাহলে অধিদপ্তর নিজ খরচে স্পেস/দোকানটিকে পরিচ্ছন্ন করবে বা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে বা অস্বাস্থ্যকর উপাদান অপসারণ করবে বা এতদলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারবে এবং এই বাবদ যে অর্থ ব্যয় হবে বরাদ্দ প্রাপক উক্ত সমুদয় অর্থ অধিদপ্তরের অনুকুলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করবে।

২২। **ভাড়া/ সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ:**

(১) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক দোকানের ভাড়া প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পর পর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিক্রমে বৃদ্ধি বা পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

২৩। **ভাড়া বা অন্যান্য পাওনা সরকারি দাবী হিসাবে আদায়:** বরাদ্দ প্রাপকের নিকট হতে যাবতীয় বকেয়া ভাড়া ও অন্যান্য পাওনাদি, সরকারি দাবি (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

২৪। **খরচের খাত ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** বাজার পরিচালনার নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বাৎসরিক ভিত্তিতে সম্ভাব্য খরচের একটি পুর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদিত হতে হবে।

২৫। **বরাদ্দ বাতিল:**

(১) যে ব্যবসায়ের জন্য দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সে ব্যবসায় ব্যাতিরেকে অন্য কোন ব্যবসার জন্য বা আবাসিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করলে তার বরাদ্দপত্র বাতিল হয়ে যাবে;

(২) নির্ধারিত সময়ে ভাড়া ও অন্যান্য ফি প্রদান না করলে বকেয়া ভাড়া এবং ফি পরিশোধ না করার কারণে অধিদপ্তর বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে;



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

(৩) বরাদ্দ বাতিলের আদেশ প্রদানের পূর্বে অধিদপ্তর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত দোকানের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত বা অনুসন্ধানপূর্বক লিখিত ও বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করবে। দাখিলকৃত প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হলে বরাদ্দগ্রহীতাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হবে;

(৪) কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়ার পরেও বরাদ্দ প্রাপক উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান না করলে বা তার বক্তব্য কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে দোকান বরাদ্দ কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে দোকানের বরাদ্দ বাতিল হবে এবং বরাদ্দ বাতিলের আদেশ লিখিতভাবে বরাদ্দ প্রাপককে প্রেরণ করতে হবে;

(৫) দোকানের বরাদ্দ বাতিল আদেশ প্রদানের পর বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট দোকানের দখল গ্রহণ করবে এবং অন্যত্র বরাদ্দ প্রদান করবে।

২৬। **বাতিলকৃত বরাদ্দ পুনর্বহাল:**

(১) কোন বরাদ্দ প্রাপকের দোকান বাতিল হলে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে জরিমানা প্রদান পূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর বরাদ্দ পুনর্বহাল বিবেচনা করার জন্য আবেদন করতে পারবেন;

(২) বরাদ্দ প্রাপকের দোকান/স্পেস বরাদ্দ বাতিল হলে বাতিলের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে তিনি মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর বরাদ্দ পুনঃবহালের আবেদন করতে পারবেন।

২৭। **পুনর্বিবেচনা:**

(১) কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হলে তিনি আদেশ প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট আবেদন করতে পারবেন;

(২) দাখিলকৃত আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে;

(৩) মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তা তার সিদ্ধান্ত উপদেষ্টা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত:** পূর্বপ্রণীত "সেন্ট্রাল মার্কেট পরিচালনা নীতিমালা " এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে রহিত হবে এবং পূর্ববর্তী কাজের স্বীকৃত অনুমোদনক্রমে এই নির্দেশিকার আলোকে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

২৯। মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনে এই নির্দেশিকা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে।

## স্পেস/দোকান বরাদ্দের নমুনা ফরম

"ফরম ক"

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

গাবতলী ফুলের পাইকারী বাজার

স্পেস/দোকান বরাদ্দের আবেদনপত্র

| আবেদনকারীর<br><br>সত্যায়িত ছবি |
|---|

বরাবর
মহাপরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
**বিষয়ঃ স্পেস/দোকান বরাদ্দের আবেদন।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আবেদনকারীর নাম | : | |
| ২। | পিতা/স্বামীর নাম | : | |
| ৩। | মাতার নাম | : | |
| ৪। | জন্ম তারিখ | ; | |
| ৫। | জাতীয়তা | : | |
| ৬। | স্থায়ী ঠিকানা | : | |
| ৭। | বর্তমান ঠিকানা | : | |
| ৮। | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ(সংযুক্ত প্রমাণপত্র) | : | |
| ৯। | মোবাইল নাম্বার | | |
| ১০। | পেশা/ব্যবসার ধরন | : | |
| ১১। | বর্তমানে কি ব্যবসায়রত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | : | |
| ১২। | Tax Identification No. (TIN) (যদি থাকে)<br>(সংযুক্ত প্রমাণপত্র) | : | |
| ১৩। | আবেদনের ধরন- (টিক চিহ্ন দিতে হইবে) | : | পাইকারী/খুচরা ফুল ব্যবসায়ী |
| ১৪। | পে অর্ডার নম্বর ....., তারিখ ....., টাকার পরিমাণ ..... ব্যাংকের নাম ....., শাখা ..... | | |
| ১৫। | আমি অঙ্গীকার করছি যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গাবতলী, ঢাকা ফুল মার্কেটে দোকান/স্পেস বরাদ্দ পেলে নির্দেশিকা অনুযায়ী অনুসরণীয় সকল বিষয় মেনে চলতে বাধ্য থাকব। | | |

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

## প্রত্যয়ন

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবেদনকারী একজন ফুল চাষি/ ফুল ব্যবসায়ী তার কার্যক্রম সম্পর্কে আমি অবগত আছি। তার আবেদন পত্রটি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হলো।

প্রত্যয়নকারীর স্বাক্ষর

* কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (জেলা/উপজেলা কার্যালয়)/ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর(জেলা/উপজেলা কার্যালয়) এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা স্বীকৃত ফুল সমিতির সভাপতি প্রত্যয়ন প্রদান করবেন।

আঃ গাফফার খান
অতিরিক্ত সচিব
ও
মহা-পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়